মেহেরপুরে ধানের শীষের প্রচারণার দায়িত্ব পেলেন ছাত্রদল নেতা হিমেল ও মান্না

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার জন্য বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রদল নেতা মো: মোস্তাফিজুর শেখ মান্না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ তাদের এই দায়িত্ব প্রদান করেছে।

রাজপথের পরীক্ষিত যোদ্ধা মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল ২০২২ সাল থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বিগত আন্দোলনগুলোতে তার সাহসী ভূমিকা দলের ভেতর ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। এছাড়া ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের হামলায় তার হাত ও পা ভেঙে যায়।

তৃণমূলকে সুসংগঠিত করার অঙ্গীকার- নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর হিমেল ও মান্না তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “কেন্দ্রীয় সংসদ আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে, তার প্রতিদান আমি কাজের মাধ্যমে দিতে চাই। মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের তৃণমূল পর্যায়কে সুসংগঠিত করে আমরা মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের ধানের শীষকে জয়যুক্ত করতে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে মাঠে থাকব।”

নির্বাচনী প্রচারণায় হিমেলের অন্তর্ভুক্তি স্থানীয় ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। তারা মনে করছেন, হিমেল ও মান্নার মতো মাঠের লড়াকু সৈনিকের নেতৃত্বে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করা সহজ হবে।

মেহেরপুরে ধানের শীষের প্রচারণার দায়িত্বে প্রিন্স আহমেদ ইমরান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনে দায়িত্ব পেয়েছেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রিন্স আহমেদ ইমরান।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমানের নির্দেশনায় ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-০৬ নির্বাচনী আসনসহ দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে প্রচারণার সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।

দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে যুবদল মাঠপর্যায়ে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করেছে এবং কেন্দ্র থেকে জেলা-উপজেলা পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

দেশের চাবি আপনার হাতে’

[redacted]

[redacted]

মতামত দেবেন। আপনারা যদি সংস্কারের পক্ষে থাকেন, যদি নতুন বাংলাদেশের পক্ষে থাকেন, তাহলে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন সংস্কারের প্রয়োজন নেই, তাহলে ‘না’ ভোট প্রয়োগ করবেন।

দামুড়হুদা বাজারে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ

আসন্ন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার দামুড়হুদা বাজার এলাকায় উপজেলা বিএনপির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর নেতৃত্বে এ প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পথচারীদের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রচারণাকালে উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, বিএনপি নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল ইসলাম, আব্দুস সালামসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ এ সময় বলেন, জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। প্রচারণাকালে সকল স্তরের দলীয় নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

[redacted]

[redacted]

প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্বাচনী সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে স্বাস্থ্য প্রচারণা ও ব্লাড সুগার চেকিং ক্যাম্পেইন

মুজিবনগরে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে মেডিসিন (ডায়াবেটিস) সংক্রান্ত বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারণা ও ব্লাড সুগার চেকিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে এবং অফিসার (হেলথ) মো. আহসানুল হকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. জীবন মন্ডল।

কর্মসূচিতে সিডিপির স্পন্সর শিশু, তাদের অভিভাবক, মা এবং স্থানীয় কমিউনিটির মোট ১০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জীবনধারা পরিবর্তন সংক্রান্ত পরামর্শ এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস সচেতনতা ও রক্তে গ্লুকোজ পরিমাপ (চেক-আপ) ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়, যেখানে ৮৪ জন স্বল্পমূল্যে চেক-আপ সেবা নেন। ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন অফিসার (হেলথ) মো. আহসানুল হক।

এছাড়াও বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়, যেখানে ৩৪ জন রোগী চিকিৎসা, চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নির্দেশনা গ্রহণ করেন। এই সেবা প্রদান করেন ডা. জীবন

মন্ডল।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ জানায়, কমিউনিটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তারা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে।

মুজিবনগরে মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচারণা

“ভালো প্রতিবেশী বিশ্বের জন্য ভালো পরিবর্তন”, সুস্থ মন সুস্থ ভবিষ্যৎ, তুমি গুরুত্বপূর্ণ, তোমার মানসিক স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ এই স্লোগানে মুজিবনগরে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে উপজেলার ভবেরপাড়া সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুলের হলরুমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এই প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমার নেতৃত্বে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচারণার লক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালি শেষে বিদ্যালয়ের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে প্রচারণা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ডা. মেহেদী হাসান সুইট।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিস্টার মালতি মালো, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হাসান, আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম, জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুল ইসলাম, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুরের প্রধান শিক্ষক এস.এম. আব্দুস সালাম।

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির প্রোগ্রাম অফিসার এনটন ফলিয়ারের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমরা কী করতে পারি, কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন ঝুঁকির লক্ষণ, নীরবতা কেবল কষ্ট বাড়ায় নীরবতা ভেঙে কী করতে হবে, মন খারাপ থাকলে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, অভিভাবকের করণীয়, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় কারা দায়িত্ব নেবেন, সহপাঠীদের করণীয়সহ আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রচারণার মাঝে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে গান, নৃত্য এবং নাটক পরিবেশিত হয়।

মেহেরপুরে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা

মেহেরপুরে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)।

বেলার নেটওয়ার্ক সদস্য হাবিবি ফেরদৌস ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। প্লাস্টিক যেমন সহজে পচে না, তেমনি এটি মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। শিক্ষার্থীদের পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবেশ সচেতনতা তৈরিতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেলা যে প্রশংসনীয় কাজ করছে, তা আমাদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে।”

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক এস. এম. আশরাফুল হাবিব, বেলা’র খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক সমন্বয়ক মাহফুজুর রহমান মুকুল এবং বেলা’র নেটওয়ার্ক সদস্য কাজল মাহমুদ প্রমুখ।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে প্রচারণা

“সবাই মিলে প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি
বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবেশ গড়ি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে নিষিদ্ধ পলিথিন/পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সারা দেশব্যাপী গত ১লা নভেম্বর থেকে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে জনসাধারণকে সতর্ক এবং নীরুৎসাহিত করতে প্রচারণা চালিয়েছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খায়রুল ইসলাম এবং জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফ্ফর খান, উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে এই প্রচারণা

চালান। এ সময় নিষিদ্ধ পলিথিন /পলিপ্রপাইলিন বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারের জনসাধারণকে সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ করেন।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন পহেলা নভেম্বর থেকে নিষিদ্ধ পলিথিন এর বিরুদ্ধে সারাদেশে অভিযান শুরু হয়েছে তবে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাদেরকে সতর্ক করছি যাতে নিষিদ্ধ পলিথিন / পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার থেকে আপনারা বিরত থাকেন কারণ পলিথিন পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে একটি সুন্দর পরিবেশ উপহার দিতে চাই তাই আসুন আমরা নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করি এবং এর বিকল্প ব্যবহার করি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাক মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ও ওমর ফারুক প্রিন্স সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান। নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে জনসাধারণকে মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে সেটি তুলে ধরা হলো। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট দূষণ বিশেষতঃ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রী হতে সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিরাজ করছে। এ প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধস্তন দপ্তর/সংস্থা সমূহকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এর ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা। এ ধারাবাহিকতায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ক্রমান্বয়ে বন্ধ করার (Phase out) লক্ষ্যে কঠিন বর্জ্য বিধিমালা ২০২১’ এর বিধি-৯ এর আলোকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এর তালিকা প্রজ্ঞাপন আকারে ২৮/০৮/২০২৪ খিঃ তারিখ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে সকল দপ্তর/সংস্থায় তালিকাভূক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিকল্পের প্রস্তাবনা করেছে যা আপনার মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধস্তন দপ্তর/সংস্থা সমূহকে অবহিত করা আবশ্যক:

প্লাস্টিকের ফাইল বা ফোল্ডারের পরিবর্তে কাগজ বা পরিবেশ বান্ধব অন্যান্য সামগ্রীর ফাইল ও ফোল্ডার ব্যবহার করা।

প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে কটন/জুট ফেব্রিক্সের ব্যাগ ব্যবহার করা। প্লাস্টিকের পানির বোতলের পরিবর্তে কাঁচের বোতল বা কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করা। প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কটন ফেব্রিক্স, জুট ফেব্রিক্স বা বায়োডিগ্রেডেবল উপাদানে তৈরী ব্যানার ব্যবহার করা।দাওয়াতপত্র, ভিজিটিং কার্ড ও বিভিন্ন ধরনের প্রচার পত্রে প্লাস্টিকের লেমিনেটেড পরিহার করা। বিভিন্ন সভা/সেমিনারে সরবরাহকৃত খাবারের প্যাকেট যেন কাগজের হয়/পরিবেশ বান্ধব হয় সেটি নিশ্চিত করা। একবার ব্যবহার্য্য প্লাস্টিকের প্লেট, গ্লাস, কাপ, স্ট্র, কাটলারিসহ সকল ধরনের পণ্য পরিহার করা।প্লাস্টিকের কলমের পরিবর্তে পেন্সিল/কাগজের কলম ব্যবহার করা।

বার্ষিক প্রতিবেদন সহ সকল ধরনের প্রকাশনায় লেমিনেটেড মোড়ক ও প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিহার করা। ফুলের তোড়া (Flower Bouquet) - তে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা।

প্রচারণায় জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাচন

আগামী ২১ মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ। এ ধাপে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এরইমধ্যে মিরপুর উপজেলায় জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা। দ্বিতীয় ধাপের মিরপুর উপজেলা নির্বাচনে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ২১ মে দ্বিতীয় ধাপে এ উপজেলায় যে ভোট হবে। তাতে চেয়ারম্যান পদপার্থীদের লড়াই জমবে বলে মনে করছেন সাধারণ ভোটাররা। এবারের মিরপুর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে মোট ৯ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন। এরমধ্যে চেয়ারম্যান পদে উপজেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম দোয়াত কলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেন আনারস এবং শরিফুল ইসলাম লিটন মোটর সাইকেল প্রতীকে নির্বাচন করছেন।

এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার (তালা), মাসুদুর রহমান মাসুদ (টিউবওয়েল), সোহাগ আহম্মেদ (উড়োজাহাজ) এবং শাকিলুর রহমান বিটু (টিয়া পাখি) ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন (হাঁস) এবং এ্যাডভোকেট মর্জিনা খাতুন (কলস) প্রতীক নিয়ে লড়ছেন। চেয়ারম্যান পদে মুলত এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম ও কামাল হোসেনের লড়াই জমে উঠেছে।

এদিকে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীই নির্বাচনী প্রচার জোরদার করার পাশাপাশি নিজ নিজ কৌশল প্রয়োগ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। নির্বাচনের শেষ প্রান্তে এসে নানামুখী মেরুকরণ হচ্ছে। প্রার্থীদের জয়-পরাজয়ের ফ্যাক্টর হিসেবে সামনে আসছে বিভিন্ন সমীকরণ। ভোটাররা মনে করছেন, দোয়াত কলম ও আনারস প্রতীকের মধ্যে ভোটের লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত ফলাফল কি হয় তা দেখার জন্য উপজেলাবাসীর চোখ এখন নির্বাচনের দিনের দিকে।

নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তাই মিরপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেয়া চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা নিজ নিজ কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্ধারিত এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন। বাসায় ফিরে পরের দিনের কর্মসূচি নিয়ে পরিকল্পনা করছেন। কে কার চেয়ে বেশি কৌশল প্রয়োগ করে নিজের অবস্থান জোরদার করবেন এ নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে। আর এ কৌশল প্রয়োগ করেই যার যার ভোট ব্যাংকের বাইরে থাকা ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা চলছে। আর এ নির্বাচনের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে নির্বাচন কমিশন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রশাসনও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে।

ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই জয়-পরাজয়ের ফ্যাক্টর হিসেবে সামনে আসছে বিভিন্ন সমীকরণ। ছোট-বড় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়িক ও সামাজিক সংগঠনের সমর্থন এবং প্রশাসনিক লোকজনের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে নানামুখী সমীকরণ আলোচনায় আসছে। প্রার্থীদের মধ্যে কার পাল্লা ভারি তাও নির্ভর করছে এই সমীকরণের ওপর। এখন পর্যন্ত মিরপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পরিবেশ প্রশংসনীয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ